বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্থায়ী মিশন
ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

০৫ আগস্ট ২০২২

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ভিয়েনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এঁর ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালন

ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্থায়ী মিশনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে এ উপলক্ষ্যে একটি অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

০২। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের কর্মময় জীবনের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বক্তারা শহীদ শেখ কামালের বর্ণাঢ্য ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, জাতির পিতার সন্তান হিসেবে শেখ কামাল বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। জাতির পিতার মতই তাঁর মধ্যেও নেতৃত্ব দেওয়ার অসামান্য গুণাবলি বিদ্যামান ছিল এবং সেই গুণাবলির কারণেই মাত্র বাইশ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণসহ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একজন সফল সংগঠক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

০৩। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক জনাব শফিউল আলম চৌধুরী (নাদেল) বলেন বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার অভিযাত্রায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রদর্শিত পথ, আদর্শ এবং দিক-নির্দেশনা আজও এক অনুকরণীয় মডেল। তিনি বলেন শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল আমাদের মাঝে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে সদাজাগ্রত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

০৪। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স জনাব রাহাত বিন জামান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ সংগঠক হিসেবে শহীদ শেখ কামাল বাংলাদেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং বিকাশে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন তা বাংলাদেশের যুব সমাজের কাছে অসীম অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, শহীদ শেখ কামালের জীবন ও কর্ম এবং তাঁর গুণাবলী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। সবশেষে তিনি দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০৫। বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

****